হারবেরিয়াম বার্তা

২য় বর্ষ ২০১৯-২০২০

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ) দেশের উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ, নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, ডকুমেন্টেশন, শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ এবং শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা (Taxonomy) বিষয়ক একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যসমৃদ্ধ এ সকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ সকল নমুনাসমূহ দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি ও বৈচিত্র্য সঠিকভাবে সনাক্তকরণের এবং মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিলুপ্তপ্রায় ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৭০ সালে 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইস্ট পাকিস্তান' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে হারবেরিয়ামের যাত্রা শুরু হলেও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই থেকে 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রম

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দেশের মোট ভূ-ভাগের প্রায় ৩২% সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা যার ৭১০ কিলোমিটার বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী সীমারেখায় রয়েছে। এর ফলে দেখা যায় দেশের ১৯ টি জেলার ১৪৭টি উপজেলা প্রকৃতিগতভাবেই উপকূলীয় এলাকা। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ ক্রান্তিরেখা বা গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ২১-২৩ ডিগ্রী ± উত্তর ও ৮৯-৯৩ ডিগ্রী ± পূর্ব অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। আবহাওয়াগত কারণে এই উপকূলীয় এলাকা জীববৈচিত্র্যে অনন্য। দেশটির উপকূলবর্তী এলাকায় প্রায় ৩ কোটি ৫১ লক্ষ লোক বাস করে। তারা জীবন ও জীবিকায় এখানকার উদ্ভিদজগতের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের উপকূলবর্তী এলাকা ঘূর্ণীঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, পানির লবনাক্ততা, নদীর ভাঙ্গন এবং জলাবদ্ধতা দ্বারা মারাত্মকভাবে বিপদাপন্ন। এক সময়ের জীববৈচিত্র্যে ভরপুর পরিবেশ হতে এখন অনেক উদ্ভিদই হারিয়ে যাচ্ছে নানা প্রতিকূলতায়। তাই উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি হারিয়ে যাওয়ার আগেই এর জরিপ সম্পন্ন করা জরুরী।

সুন্দর বনের পাটাকাটাখাল এলাকা হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ব্লু-ইকোনমীর আওতায় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ মূল্যায়ন এর লক্ষ্যে 'বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের উদ্ভিদ সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান' এই স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনাটির কার্যক্রম ২০১৯-২০২২ মেয়াদে গ্রহণ করেছে। হারবেরিয়ামের নিয়মিত উদ্ভিদ জরিপের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সাতক্ষীরা জেলার- কলাগাছিয়া, বুড়িগোয়ালিনি, বাগেরহাট জেলার-কোকিল মনি, পাটাকাটাখাল, কটকা খাল, জামতলা, হরিণ টানা, সুপতিখাল ও খুলনা জেলার- পাটকুষ্টা, হড্ডা টহল ফাড়ি, লোলিয়ান, ভোমরখালি সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা সুন্দরবন হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত উদ্ভিদ জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন তথ্য (স্থানীয় নাম, ব্যবহার, সংগ্রহের তারিখ, বাসস্থান, স্বভাব, প্রাপ্তিস্থান, বিস্তৃতি, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, দুষ্প্রাপ্যতা) ছবি ও ফুল-ফল সমেত ৪৭৩ টি এবং পূর্বের ২৪৯ টি সংগ্রহসহ মোট ৭২২ (সাতশত বাইশ) টি উদ্ভিদ নমুনা বর্ণিত জেলার উপকূলীয় অঞ্চল হতে সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৫৩২ টি নমুনা সনাক্তকরণ করা হয়েছে।

সনাক্তকৃত উদ্ভিদ গুলির মধ্যে বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ যেমন সুন্দরী (*Heritiera fomes*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), কেউড়া (*Sonneratia apetala*), ধুন্দল (*Xylocarpus granatum*), আমুড় (*Aglaia cucullate*), করমজা (*Pongamia pinnata*), হুরমইল (*Shirakiopsis indica*), সইলা (*Sonneratia caseolaris*), সমুদ্র হিজল (*Barringtonia racemosa*), বল গাছ (*Hibiscus tilliaceus*), পশুর (*Xylocarpus moluccensis*), ঝানা গর্জন (*Rhizophora apiculata*), *Rhizophora mucronata,* ভাতকাঠি (*Candelia candel*), পানি মান্দার (*Erythrina fusca*), আম ডহুল/ডাবুর (*Cerbera odollam*), লাল কাঁকড়া (*Bruguiera gymnorhiza*), সিঙরা (*Cynometra ramiflora*), পেটুঙ্গা (*Hypobathrum racemosum*) ইত্যাদি পাওয়া যায়, যার প্রায় সবই অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সনাক্তকৃত প্রধান গুল্ম গুলি হলো নাটা (*Caesalpinia bonduc*), আকন্দ (*Calotropis gigantea*), নুনা ঝাউ (*Tamarix indica*), মটকিলা (*Glycosmis pentaphylla*), হারগোজা (*Acanthus ilicifolius*), গড়ান (*Ceriops decandra*), কাঁটা ছিটকি (*Dalbergia spinosa*), বন বড়ই (*Ziziphus oenoplia*), কেয়াকাটা (*Pandanus foetidus*), সাগর নিশিন্দা (*Vitex trifolia*), বন চন্দা (*Flagellaria indica)*, নলখাগড়া (*Phragmites karka*), পাম জাতীয় গাছ গোলপাতা, (*Nypa fruticans*), হেন্তাল (*Phoenix paludosa*) ইত্যাদি। পরগাছা উদ্ভিদ বান্ধা (*Dendrophthoe falcata),* সামু লতা *(Viscum monoicum),* ছোট বান্ধা *(Macrosolen cochinchinensis)*, স্বর্ণলতা (*Cuscuta reflexa*), আকাশ বেল (*Cassytha filiformis*), হয়া (*Hoya parasitica*), প্রায়শই দেখা যায়। লতা জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে মহাজনি লতা (*Derris scandens*), ঘিলা লতা (*Entada phaseoloides*), লইত্যা / কুটুম কাটা (*Caesalpinia crista*), আসাম লতা (*Mikania micrantha*),

লাল কাঁকড়া (*Bruguiera gymnorhiza)*

পেটুঙ্গা (*Hypobathrum racemosum)*

সুন্দরী (*Heritiera fomes)*

অনন্ত মূল (*Tylophora indica*), বুনো আঙ্গুর লতা (*Cayratia trifolia*), দুধিলতা (*Ichnocarpus frutescens*), সাগরলতা (*Ipomoea pes-caprae*), সাতপাতা লতা (*Aganope heptaphylla*), দুধ কলমি (*Operculina turpethum*), বন কলমি (*Stictocardia tiliifolia*), কুড়া কলমি *Ipomoea obscura* ইত্যাদি। বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ব্রাহ্মী শাক (*Bacopa monnieri*), কামড়ুলি (*Murdannia nudiflora*), কেরালি (*Cryptocoryne ciliate*), বন রসুন (*Crinum viviparum*), বড় কানুর (*Crinum asiaticum*), সুখ দর্শন (*Crinum latifolium*), নুনা হাতিশুঁড় (*Heliotropium curassavicum*), ভূঁই ওকড়া (*Phyla nodiflora*), হংসপদী (*Desmodium triflorum*)। উপকূলীয় এলাকার মাটির ক্ষয় রোধকারী উদ্ভিদগুলি হলো ক্রোটন (*Croton bonplandianus*), বড়েলা (*Sida cordifolia*), চোরকাটা (*Chrysopogon aciculatus*), শিকড়ী (*Lindernia crustacea),* পিচাঁশ বন (*Lippia javanica),* বুড়ি পানা *(Hemigraphis hirta),* চাকুন্দা *(Senna tora),* ছোট কেরু *(Euphorbia thymifolia),* বন ধনে *(Scoparia dulcis)* সহ নানারকম বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এ এলাকার প্রধান ফার্ণ হচ্ছে টাইগার ফার্ণ (*Acrostichum aureum*)। এছাড়া পরাশ্রয়ী ফার্ণের মধ্যে *Drynaria quercifolia, Pyrrosia nuda* এবং *Microsorum punctatum* প্রধান। বর্ণিত অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রধান অর্কিড গুলি হলো *Acampe ochracea, Luisia brachystachys, Luisia tristis, Oberonia gammiei, Pelatantheria insectifera* ইত্যাদি। জরীপে প্রাপ্ত বিপদাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি গুলি হলো বন বকুল (*Drypetes assamica*), সমুদ্র পারুল (*Dolichandrone spathacea*)। এছাড়া লতা হারগোজ কাঁটা (*Acanthus volubilis*), বন লেবু (*Merope angulata*) ইত্যাদি এই এলাকায় বিরল প্রজাতি।

ধুন্দল (*Xylocarpus granatum)*

বন বকুল *(Drypetes assamica)*

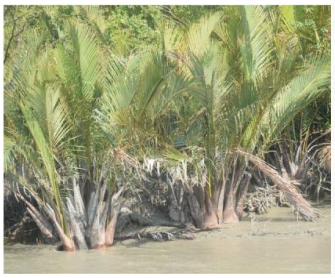

গোলপাতা (*Nypa fruticans)*

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (CNH), হাওড়া, কলকাতা, ভারত পরিদর্শন

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৪ (চার) দিন হারবেরিয়ামের ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের তিনটি খন্ড প্রকাশ করার লক্ষ্যে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের জন সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (CNH), হাওড়া, কলকাতা, ভারত পরিদর্শন করেন।

১৭৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' হচ্ছে বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নিয়ন্ত্রনাধীন, এশিয়ার সর্ববৃহৎ হারবেরিয়াম। এই হারবেরিয়ামে বিভিন্ন প্রজাতির ২০,০০,০০০টি উদ্ভিদ নমুনা রয়েছে যার বেশ কিছু নমুনা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত। তারা নিয়মিতভাবে ফ্লোরা প্রকাশ করে থাকে এবং ফ্লোরা অব ইন্ডিয়া প্রকাশের জন্য প্ল্যান্ট ট্যাক্সনমিক গবেষণা কাজের সাথে সরাসরি জড়িত। পৃথিবীর বিখ্যাত হারবেরিয়াম সমূহের সাথে এই হারবেরিয়াম প্লান্ট-ট্যাক্সনমিক গবেষণায় সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

পরির্দশনের সময় কর্মকর্তাগণ CNH এ সংরক্ষিত Boraginaceae, Lauraceae, Sterculiaceae, Anacardiaceae, Cucurbitaceae এবং Fagaceae পরিবারের উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের নমুনা পর্যবেক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত ও ছবি সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া দি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে অবস্থিত অতি প্রাচীন Roxburgh's specimens (Between 1790-1810), Wallichian, specimens (First part of 19th century) এর Type specimens"র ছবি এবং তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরিচালক, দি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কে ফ্লোরা অব বাংলাদেশ সিরিজ প্রদান

উক্ত সফরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম থেকে প্রকাশিত 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ', 'বুলেটিন অব বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামক প্রকাশনাসমূহ দি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে উক্ত হারবেরিয়ামের লাইব্রেরিতে ভারত ও বিদেশ থেকে আগত প্লান্ট ট্যাক্সনমিক গবেষণার সাথে জড়িত শিক্ষার্থী, গবেষকবৃন্দ এবং উক্ত হারবেরিয়ামে গবেষণা কাজ এবং পরিদর্শন করতে আসা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্লান্ট ট্যাক্সনমিস্টবৃন্দ বাংলাদেশের ফ্লোরা এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সর্ম্পকে জানতে পারবে। এছাড়া বিজ্ঞানী ও গবেষকবৃন্দের সাথে গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যা দুই দেশের হারবেরিয়ামের প্ল্যান্ট ট্যাক্সনমিক গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য আদান প্রদান ও বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, কলকাতা এর ডিজিটাল হারবেরিয়াম ডাটাবেস তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা হয়েছে। তারা ইতোমধ্যে প্রায় ২,০০,০০০ টি নমুনার ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরী করেছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়মের নমুনা ডিজিটালাইজ করতে তাদের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। এ পরিদর্শন বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণের ট্যাক্সনমিক গবেষণা এবং হারবেরিয়াম ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এবং বিদেশের উন্নত হারবেরিয়ামের নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভের পাশাপাশি বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে উক্ত প্রযুক্তি সমূহের আধুনিক এবং সফল ব্যবহারের মাধ্যমে প্ল্যান্ট ট্যাক্সনমিক গবেষণার উন্নয়নসহ ফ্লোরা, রেড ডাটাসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সমূহকে দেশ বিদেশের গবেষকগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস পালন

১৫ আগস্ট ২০১৯ খ্রিঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ইতিহাসের নৃশংস ও মর্মস্পর্শী রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের দিন হিসেবে বিবেচিত। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিপথগামী সদস্য ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে যার মধ্য দিয়ে বাঙালির ইতিহাসে এক কালিমালিপ্ত অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম জাতীয় শোক দিবস পালনে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সমন্বয়ে মৌন মিছিল করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। এরপর হারবেরিয়ামের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

হারবেরিয়াম ভবনে ১৫ আগস্টের শোকাবহ ব্যানার

ধানমন্ডির ৩২নং এ বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

১৭ মার্চ ২০২০ ছিলো আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় সংগ্রামী বাঙালির প্রিয় নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ সালকে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছে সরকার। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত এ বর্ষ উদযাপন করা হবে। যে দেশটির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন, যে দেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন নিয়েই যিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আত্মনিয়োজিত ছিলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘোষিত 'মুজিববর্ষ'টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ সুবর্ণজয়ন্তীও উদযাপন করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামও বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব এবং বাংলাদেশে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার পর ৮ মার্চ বাংলাদেশ সরকার এবং জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি জনস্বার্থে ও জনকল্যাণে ১৭ মার্চের পূর্ব ঘোষিত অনুষ্ঠান ছোট পরিসরে করার ঘোষণা দেয়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম স্বাস্থ্যবিধি মেনে গৃহীত কর্মসূচীসমুহের যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করে। মুজিব বর্ষের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ১০ জানুয়ারি, ২০২০ ক্ষণগণনা শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। সেদিন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে প্রিয় স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন। ১০ জানুয়ারী ২০২০ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে হারবেরিয়ামের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

স্বতন্ত্র ফেসজবুক পেইজ

হারবেরিয়াম ভবনে আলোক সজ্জা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের জাতীয় কর্মসূচিসহ সকল কর্মসূচিতে পরিবেশ বান্ধব (Bio-degradable) ব্যানার ব্যবহার, জাতীয় কমিটি অনুমোদিত লোগো যথাযথ মর্যাদার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুজিব বর্ষ (২০২০-২০২১) উপলক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' হাতে নেয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৫ই জানুয়ারি ২০২০ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনা সভা, হারবেরিয়াম অফিসের ভেতরে ও চত্বরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিচ্ছন্নতার উপর গণসচেতনামূলক স্লোগানযুক্ত স্টীকার লাগানো হয়েছে। ১৬-১৮ মার্চ, ২০২০ হারবেরিয়াম ভবন ও প্রবেশপথে

জাতীয় পতাকা উত্তোলন

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পন

আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল

আলোকসজ্জাকরণ হয়েছে। ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর সূচনালগ্নে নির্দেশনানুযায়ী যথা নিয়মনীতি অনুসরণ করে হারবেরিয়াম চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন,

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, হারবেরিয়ামের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বিশেষ আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, মোনাজাত ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বিষয়টি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম- বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ' নামে পৃথক ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক স্বরচিত প্রবন্ধ ও কবিতা রচনার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঢাকাস্থ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যাবিভাগের শিক্ষার্থীদের ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকা- সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলেও কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।

প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার আয়োজন

মানবসম্পদের যুগপোযোগী কাজে লাগাতে হলে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। গত ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী হারবেরিয়াম অফিসে 'আচরণ ও শৃঙ্খলা এবং ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা' এবং ১২ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত দুই দিন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ((APA), সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ ও নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ২০১৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয় যাতে যথাক্রমে হারবেরিয়ামের ৩২ জন এবং ৩৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ১৩ ফ্রেব্রুয়ারি-২০২০, তারিখে ০১ দিন ব্যাপি ইনোভেশন কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয় যাতে হারবেরিয়ামের ১২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ১৭ নভেম্বর-২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত হারবেরিয়ামের দুজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নেন ।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষনার্থীবৃন্দ

বন অধিদপ্তরের সুফল প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত 'Red Data Book of Vascular Plant of Bangladesh' নামক গবেষণাধর্মী পুস্তকের মাধ্যমেই মানুষ দেশের লাল তালিকাভুক্ত বিপদগ্রস্থ উদ্ভিদ প্রজাতি সম্পর্কিত ধারণা পায়। এসডিজি অভীষ্ট ১৫ এর ইন্ডিকেটর ১৫.৫.১ রেডলিস্ট ইনডেক্স এর প্ল্যান্ট রেডলিস্ট ইনডেক্স এর অন্যতম ডাটা প্রোভাইডার হলো বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম। তাই এ প্রতিষ্ঠানই এবার দায়িত্ব পেলো বাংলাদেশের ১০০০ টি উদ্ভিদ প্রজাতির জাতীয় রেডলিস্ট তৈরির সাথে সুন্দরবনের একটি সহ বাংলাদেশের অন্যান্য বনাঞ্চলের মোট ৫ টি প্রোটেক্টেড এরিয়ার এলিয়েন ইনভেসিব উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ন্ত্রণের কৌশলপত্র তৈরির। এ লক্ষ্যে গত ১৫ জুন ২০২০ তারিখে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৬৯৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ২০২০-২০২৩ মেয়াদে 'Depeloping Bangladesh National Red List of Plants and developing management strategy of Invasive Alien Speccis (IAS) of Plants in selected protected areas (PAs)' শীর্ষক নতুন একটি Component বাস্তবায়নের জন্য বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Sustainable Forest and Livelihoods (SUFAL) প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এর সমঝোতা স্বারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়। পৃথিবী ব্যাপী রেড লিস্ট তৈরির ট্রেডমার্ক প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আইইউসিএন এতে পরামর্শক হিসেবে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর বাস্তবায়নে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর অধীন সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা গত ১১ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে হারবেরিয়ামের অডিটোরিয়াম ও সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল

অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় সভা

হারবেরিয়ামের পরিচালক জনাব পরিমল সিংহ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরউল আলম। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ, বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড বিষয়ক উপস্থাপনায় ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মিশন-ভিশন, জনবল কাঠামো, উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করা হয়। প্লান্ট ট্যাক্সনমিক গবেষণার জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে শুদ্ধাচার নীতি লালন করে মানসম্পন্ন গবেষনা কাজের জন্য উপস্থিত অংশীজন এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কর্মকর্তাদের মধ্যে দিকনির্দেশনামূলক মতামত আদান প্রদান হয়।

শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ

হারবেরিয়াম চত্বরে প্রদর্শিত সিটিজেন চার্টার

বর্ণিত সময়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে শুদ্ধাচার চর্চা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে অত্র কার্যালয়ে ১২টি বিভিন্ন সচেতনতামূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার, হারবেরিয়াম চত্বরে সিটিজেন চার্টার স্থাপনসহ নিয়মিত ও যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দূর্নীতি প্রতিরোধ ও অফিস নিরাপত্তা জোরদারকরণের জন্য হারবেরিয়ামে স্থাপিত সিসি ক্যামেরা মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (২০১৯-২০২০)

শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগ/সংস্থা ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকার 'শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করেছে, যা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে এই প্রথম বারের মতো শুদ্ধাচার চর্চায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে শুদ্ধাচারে অবদান রাখার জন্য পুরস্কার পান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সরদার নাসির উদ্দিন এবং গ্রেড ১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে হেড এসিসট্যান্ট জনাব মোহাম্মদ হকিকুল ইসলাম।

পরিচালক মহোদয় জনাব পরিমল সিংহ হতে শুদ্ধাচার পুরস্কারের সনদপত্র গ্রহণ করছেন হেড এ্যাসিসটেন্ট মোহাম্মদ হকিকুল ইসলাম

পরিচালক মহোদয় জনাব পরিমল সিংহ হতে শুদ্ধাচার পুরস্কারের সনদপত্র গ্রহণ করছেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সরদার নাসির উদ্দিন

উদ্ভিদবৈচিত্র্য ও হারবেরিয়াম বিষয়ক কারিগরি সেবা

বর্ণিত সময়ে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা, রাজশাহী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৩৮টি প্রতিষ্ঠান (বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আয়ুর্বেদী, ইউনানী, হারবাল/হোমিওপ্যাথী, বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান) থেকে আগত ৯৭৩ জন শিক্ষার্থী গবেষককে হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড ও কর্মকৌশল (উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহকরণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শুষ্ককরণ, হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুতকরণ, নির্জীবকরণ ও সংরক্ষণকরণ ইত্যাদি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে প্রাপ্ত ৫৪০ টি উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণপূর্বক এক্সেশন নম্বর প্রদান করা হয়।

হারবেরিয়ামে কাববোর্ডে শিট পরিদর্শনে শিক্ষার্থীবৃন্দ

হারবেরিয়াম পরিদর্শনে আগত শিক্ষার্থীবৃন্দ

হারবেরিয়ামের গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ।
ফোন : ৮৮০২-৯০২৫৬০৮; ফ্যাক্স : ৮৮০২-৯০৩৮৪৭৭
ই-মেইল : bnh_mirpur@yahoo.com, ওয়েবসাইট : www.bnh.gov.bd